Released 15-9-1950

কালিদাস প্রডাক্‌সান্স এর নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

জীবনী অবলম্বনে মঞ্চ-সাফল্য-

ধন্য রূপক-নাট্যের চিত্র-রূপ

যুগদেবতা

প্রয়োগাচার্য্য ॰ সেবক শ্রীকালিদাস ॰

যুগদেবতা

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত
কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্যাকারে
গ্রথিত।

পরিচালনায় :
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

একমাত্র সত্বাধিকারী :
শ্রীবরুণকুমার চৌধুরী

সুর-যোজনায় : রামচন্দ্র পাল * চিত্র-শিল্পে : গোপালকৃষ্ণ মেহতা * শব্দানুলেখনে : মান্নালাল লডিয়া * সম্পাদনায় : নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য * শিল্প-নির্দেশনায় : সত্যেন রায় চৌধুরী * ব্যবস্থাপনায় : অজিত সরকার * স্থির-চিত্র গ্রহণে : ষ্টিল-ফটো সার্ভিস * প্রচার-সজ্জা পরিবেশনে : আর্টিষ্টস্ সার্কেল এবং ষ্টুডিও মিতা।
* প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল *

সহকারীগণ ঃ পরিচালনায় : তারক মুখোঃ, সিধু মুখোঃ, সুভাষ মুখোঃ এবং বি, মল্লিক। সুর-যোজনায় : সতীনাথ মুখোঃ এবং জয়ন্ত চৌধুরী। চিত্র-শিল্পে : সর্বেশ্বর শেঠ। শব্দানুলেখনে ঃ তরণী রায় এবং কৃষ্ণ বাহাদুর। শিল্প-নির্দেশনায় : গৌর পোদ্দার। সম্পাদনায় : মণ্টু ভট্টাচার্য্য। আলোক-নিয়ন্ত্রণে : সমীর ভট্টাচার্য্য, শচীন আঢ্য, অনিল দাস এবং করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপ-সজ্জায় : অভয় দে, আসগর আলী, নিরঞ্জন, নারায়ণ, কাইজার, রামু। ব্যবস্থাপনায় : গোপাল দাস।

০ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ০

কালিকা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ। জি, পাল এণ্ড সন্স। বরাহনগর জুট মিলস্ লিঃ।

চরিত্র-চিত্রণে : নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ম্ময় কুমার, নরেন চক্রবর্তী, ভরত চৌধুরী, তারক মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। * চন্দ্রাবতী, রমা চৌধুরী, উমা মুখার্জী, তারা ভাদুড়ী, সন্ধ্যা, প্রতিমা, শান্তি, সরলা, গীতা, টুনী। অন্যান্য ভূমিকায় : ফনী রায়, হরিধন, প্রণব রায়, আশু ঘোষ, নবদ্বীপ হালদার, বিজয়নারায়ণ, দেবু, সুশীল ঘটক, পঙ্কজ মিত্র, বিভু, নকুল পতি, ধীরেন, অমর, অবিনাশ, অমূল্য, ননী, অরুণ, অনাদি, বিদ্যুৎ, অজিত, পবিত্র, শান্তিময়, প্রফুল্ল বাবু ও জ্যোতিষ বাবু।

কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে নির্মিত ও আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বানীবদ্ধ।
বেঙ্গল ফিল্মস্ লেবরেটরী লিঃ কর্ত্তৃক পরিস্ফুট এবং মুদ্রিত।

ডিষ্ট্রিবিউটার্স
প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

কাহিনী

অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক যুগ তখন সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে আসছে··· ভারতবাসী ছুটে চলেছে এক আত্মঘাতী পথে—তীব্র বেগে। সেই ধ্বংসোন্মুখ পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, যে মহৈশ্বর্য্যশালী অমলিন আত্মিক তাপস, শাশ্বত ভারতের দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়ে গিয়েছিলেন···যন্ত্রের যুগে, যিনি প্রমাণ ক'রেছিলেন মন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা···সেই মহামানব, যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পূত জীবনী অবলম্বনে এই রূপক চিত্র-নাট্য।

* *

গয়া তীর্থ। হিন্দুর চিরকাম্য পরম পবিত্র মুক্তিপীঠ। ধ্যানমগ্ন, সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ জগৎরাম (ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়) অর্ঘ তুলে দিলেন গদাধরের পাদপদ্মে··· কণ্ঠে ধ্বনিত হোল বেদমন্ত্র। পাষাণ মূর্ত্তির অঙ্গে প্রতিভাত হোল এক চিন্ময় দেব-মূর্ত্তি। গদাধরের রক্তিম অধরে ফুটে উঠলো ভাষা··· "আমি যাব তোমারি সঙ্গে সন্তানের রূপে···সন্তানের দাবী নিয়ে।"

* *

কামারপুকুর···বাঙ্লার একটী ছোট্ট গ্রাম···রাত্রির নিস্তব্ধ কক্ষে···ফুটে ওঠে আলোর শিখা···ইন্দ্রাদেবীর (চন্দ্রমণি) বুকের কাছে শুয়ে এক পরমসুন্দর শিশু···শোনা গেল 'মা' বলা ডাক·····

* *

স্বপ্ন নয় বাস্তব! প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের মাঝখানে···ভেসে উঠ্লো আলোর রেখা···সত্যের শতদল! আত্মপ্রকাশ করেলেন শিশু গদাধর!

* *

শিশু সাজে শিব···সাজে সন্ন্যাসী।
খেলার ছল করে দেবতার পূজা···কণ্ঠে ভেসে ওঠে মধুর মাতৃনাম!

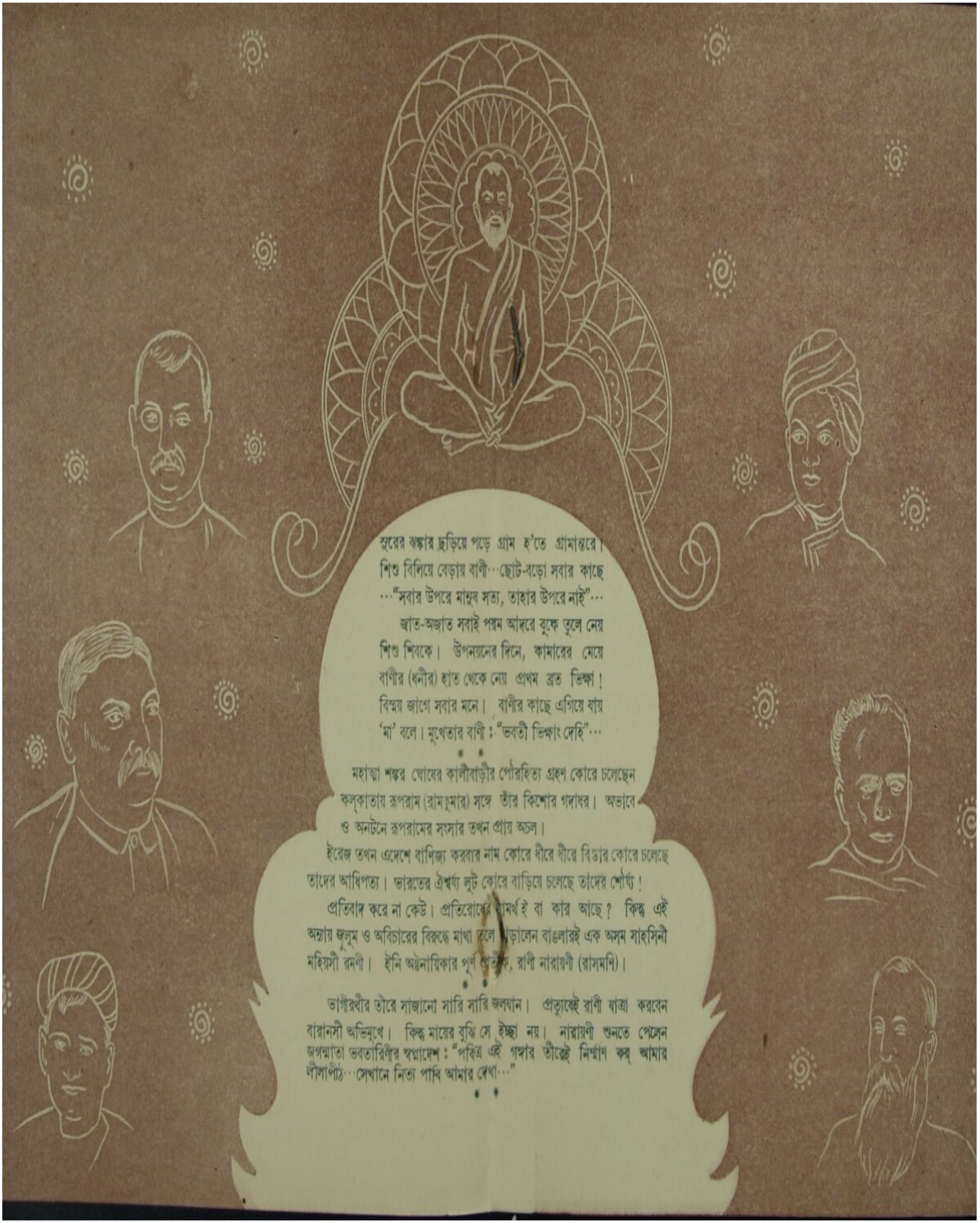

সুরের ঝঙ্কার ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে।
শিশু বিলিয়ে বেড়ায় বাণী···ছোট-বড়ো সবার কাছে
···"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"···

জ্ঞাত-অজ্ঞাত সবাই পরম আদরে বুকে তুলে নেয়
শিশু শিবকে। উপনয়নের দিনে, কামারের মেয়ে
বাণীর (ধনীর) হাত থেকে নেয় প্রথম ব্রত ভিক্ষা!
বিস্ময় জাগে সবার মনে। বাণীর কাছে এগিয়ে যায়
'মা' বলে। মুখেতার বাণী : "ভবতী ভিক্ষাং দেহি"···

* *

মহাত্মা শঙ্কর ঘোষের কালীবাড়ীর পৌরহিত্য গ্রহণ কোরে চলেছেন কল্‌কাতায় রূপরাম (রামকুমার) সঙ্গে তাঁর কিশোর গদাধর। অভাবে ও অনটনে রূপরামের সংসার তখন প্রায় অচল।

ইংরেজ তখন এদেশে বাণিজ্য করবার নাম কোরে ধীরে ধীরে বিস্তার কোরে চলেছে তাদের আধিপত্য। ভারতের ঐশ্বর্য্য লুট কোরে বাড়িয়ে চলেছে তাদের শৌর্য্য!

প্রতিবাদ করে না কেউ। প্রতিরোধের সামর্থ্যই বা কার আছে? কিন্তু এই অন্যায় জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন বাঙলারই এক অসম সাহসিনী মহিয়সী রমণী। ইনি অষ্টনায়িকার পূর্ণ প্রতীক, রাণী নারায়ণী (রাসমণি)।

* *

ভাগীরথীর তীরে সাজানো সারি সারি জলযান। প্রত্যুষেই রাণী যাত্রা করবেন বারানসী অভিমুখে। কিন্তু মায়ের বুঝি সে ইচ্ছা নয়। নারায়ণী শুনতে পেলেন জগন্মাতা ভবতারিণীর স্বপ্নাদেশ : "পবিত্র এই গঙ্গার তীরেই নির্ম্মাণ কর্ আমার লীলাপীঠ···সেখানে নিত্য পাবি আমার দেখা···"

* *

দক্ষিণেশ্বর। ধর্ম ও কর্মের নব-নিকেতন। গৃহী ও সন্ন্যাসীর ধর্মক্ষেত্র।

তৈরী হোল জগন্মাতা শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির···সঙ্গে তার দ্বাদশ শিবালয়··· রাধাশ্যামের দেউল·····দরিদ্রনারায়ণের অন্নছত্র। পুণ্যশ্লোকা রাণী নারায়ণীর (রাসমণির) বিস্ময়কর স্বপ্নাদিষ্ট সৃষ্টি!

মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব···পুরোহিত নাই···শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতার ভার কোন ব্রাহ্মণই গ্রহণ করিতে চান না! রাণী হন্ কাতর···অশ্রুজল পড়ে তাঁর গণ্ড ব'য়ে··· সান্ত্বনা দেন জামাতা বৃন্দাবন (মথুর বিশ্বাস)···যাঁর কাজ···করবেন তিনিই···আমরা কেন ভেবে মরি···সব ভার মাকেই অর্পণ ক'রে আমরা হব নিশ্চিন্ত'···

* *

এলেন রূপরাম···সঙ্গে গদাধর। রূপরাম নিলেন 'ভবতারিনীর' ভার।

গদাধর থাকেন দূরে দূরে···ঘুরে বেড়ান আমলকী গাছের তলায়···বলেন···'ওতো আমার মা নয়···আমার মা নিরাভরণা···ঘরণী হ'য়েও সন্ন্যাসীনী···'

* *

দিন যায় দিন আসে···পূজারী তোলেন মাকে সাজিয়ে···মনের মত করে··· পূজার নেই অর্ঘ···নেই আরতি···আছে শুধু হৃদয়বিদারী কান্না···শুধু 'মা' বলা ডাক—'

ভক্তিমতি রাণী আর ভক্ত বৃন্দাবন করেন পূজারীর সেবা—সেবক-সেবিকার প্রাণে জাগে আনন্দের দীপশিখা!

* *

কাঁদেন পূজারী—বলেন—"দেখা দে মা দেখ দে—যেমন কোরে দেখছি তোর তৈরী তরুলতা, ফল-ফুল, পৃথিবী, ঠিক তেম্‌নি কোরে মানবীর মূর্ত্তি ধ'রে—আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়া মা—চোখ চেয়ে দেখি আর প্রাণ ভ'রে 'মা—মা' বলে ডাকি।" নেই সাড়া—আসে না স্পর্শ—পূজারীর প্রাণে লাগে আঘাত—অতৃপ্তির সুতীব্র বেদনা! ধৈর্য্য হারা পূজারী তুলে নেন খড়্গ। অদর্শনে আজ তিনি দেবেন ঐ পাষাণীর চরণে আত্মবলিদান—

মৃণ্ময়ী পাষাণী মূর্ত্তি হন প্রাণময়ী, চিন্ময়ী ! পূজারীকে করেন আশীর্ব্বাদ !
এই পূজারীকে জানে সবাই—
মানে সবাই—
ডাকে সবাই—
এই পূজারীই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—অবিশ্বাসী মানবের মনে জাগিয়ে দিলেন ভগবৎ-প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধন সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে ঋত্বিকতা— । প্রমাণ করে দিলেন— প্রাচ্যের সভ্যতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ !

* *

ভগবানের বাণী ছড়িয়ে পড়ে—ভক্তের মুখ দিয়ে—সার্থক কোরে তুল্‌তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—এলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন—বন্দেমাতরম্-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর—নটগুরু গিরিশচন্দ্র—ভক্ত রাম দত্ত—মাষ্টার মশাই—আরও অগণিত মণীষী ! তবুও যেন হয় না ভগবানের তৃপ্তি—অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটি যেন খুঁজে বেড়ায় কার আগমন প্রতীক্ষায়—এলেন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম যোগের পথ প্রদর্শক—চিত্তের লোকেন্দ্র বিশ্ববাসীর স্বামী বিবেকানন্দ——

* *

সঙ্গীতাংশ

(এক)

খণ্ডন ভব বন্ধন, জগ বন্দন বন্দি তোমায় ।
মোচন অব-দূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায় ।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ।
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার ।
জ্যোতির জ্যোতিঃ উজ্জ্বলহৃদিকন্দর-তুমি
তমভঞ্জনহার ।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ ।
গাহিছে ছন্দ, ভকত বৃন্দ আরতি তোমার ।
জয় জয় আরতি তোমার, শিব শিব আরতি
তোমার
হর হর আরতি তোমার ।
(রচনা : স্বামিজী)

(দুই)

হে চির সুন্দর ;
আলোকিত কর,
রুদ্ধ প্রাণের
দুয়ার খুলে ।
জাগ্রত কর শ্যাম সুন্দর,
ভাঙায়ে তন্দ্রা নূপুর রোলে ।
শুনিব তোমার,
বাঁশরীর ধ্বনি,
নিরালা বসিয়া দিবস রজনী ;
ভাসিব পুলক-অমিয় সায়রে,
ডারি দিব প্রাণ
চ র ণ ত লে ।

(তিন)

এবার আমি দেখব শ্যামা,
রাখিস কত পায়ে ঠেলে ।
যতই আঘাত করবি আমায়,
ডাকব শুধু মা, মা, ব'লে ।
ভাঙ্‌ব তোমার জারিজুরী (মা),
মনে রেখো ও শঙ্করী ;
(এবার) মা হারে কি ছেলে হারে,
দেখবে এবার, সবাই মিলে ।

(চার)

নাচত শিব সুন্দর
ত্রিলোচন জটাধারী ।

পিণাকপাণি বাঘাম্বর,
গঙ্গাধর শ্মশানচারী ।
যোগীশ্বর মহাকাল, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতভাল,
নাচত ডমরু-কর, নটেশ্বর ত্রিপুরারি ।

(পাঁচ)

ভগবান মেরে নৈয়া ।
উস্‌পার লাগা দেনা ।
অব্‌তক্‌ যো নিভায়া হায়,
আগে ভি নিভা দেনা ।
দল্‌বলকে সাথ মায়া,
ঘেরে যো মুঝে আকর্‌ ;
তব্‌ দেখ্‌তে ন রহনা
ঝট্‌ আগে ছুড়া লেনা ।
সম্ভব্‌ হায় ঝন্‌ঝটো মে ম্যায়,
তু মে ভুল যাউঁ
পর নাথ্‌ দয়া-করকে,
মীরাকে ন ভুল্‌ যানা ।

(ছয়)

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই ।
রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত ;
ঈষৎ মুখচন্দ্রবিন্দু, সুন্দর সুখদাই ।
কেশরকো তিলকভাল,
মান-রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণকুণ্ডল ঝিলমিলাত, রতিপতি ছবিহাই ।
সখা সহিত গরুতীর,
বিহরে রঘুবংশবীর ;
হরষনিরখি, তুলসীদাস, চরণরজপাঈ ।

(সাত)

জয়কালী জয়কালী বল ।
লোকে বলে বলবে,
পাগল হোল !
লোকে মন্দ বলে বলবে,
তায় কিরে তোর,
ব'য়ে গেল !
আছে—ভালমন্দ দুটো কথা,
যা ভাল তাই
করাই ভাল !
কালী নামের খড়্গ তুলে,
মায়া মোহ কেটে ফেল ।
কোরে নিছে মায়ায় টানাটানি
রামপ্রসাদের প্রমাদ হোল ।

(আট)

চিন্তয় মম মানস হরি
চিদ্‌ ঘন নিরঞ্জন ।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি,
কিবা ব্রহ্মরূপের, মরি দ্বিতীয় নাইরে,
কেবল ভকত রঞ্জন, ভকত হৃদয় রঞ্জন ।
নবরাগরঞ্জিত, কোটীশশী বিনিন্দিত,
(কিবা) বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে
পুলকে শিহরে জীবন ।
হৃদি কমলাসনে,
ভাব তাঁর শ্রীচরণ
ডাক শান্ত মনে, প্রেম নয়নে
অপরূপ প্রিয়দর্শন
চি দা ন ন্দ র সে,
(হায়রে প্রেমানন্দ রসে)
ভক্তি যোগাবে এসে,
হওরে চিরমগন ।

(নয়)

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে, আমার মন ।
তলাতল পাতাল খুঁজলে,
পাবিরে প্রেম রত্নধন ।
খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌লে পাবি,
হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন ।
দীপ্‌ দীপ্‌ দীপ্‌ জ্ঞানের বাতি,
জ্বল্‌বে হৃদে অনুক্ষণ ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙা
চালায় আবার সে কোন জন
কবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌
ভাব গুরুর শ্রীচরণ ।

(দশ)

তুয়্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া,
যো কুছ হায় সব তুঁহী হায় ।
এক তুয়্‌কো আপনা পায়া,
যো কুছ হায় সব তুঁহী হায় ।
সবকে মোকান্‌, দিলকী মকিন্‌ তু,
কৌন্‌সা দিল্‌ হায়, জিসমে নহী তু,
হরেক্‌ দিল্‌মে, তু নে সমায়া,
যো কুছ হায়, সব তুঁহী হায় ।

ক্যায়া মুলায়া, ক্যায়া ইন্‌সান,
ক্যায়া হিন্দু, ক্যায়া মুসলমান,
জৈসে চাহা, তু নে বানায়া,
যো কুছ্‌ হায়, সব তুঁহী হায়।
কায়ামে ক্যায়া, আউর দেউল্‌মে ক্যায়া,
তেরে পরস্তীশ হায়জি সমজা,
আগে তেরে শীর সঁবোনে ঝুকায়া,
যো কুছ্‌ হায় সব তুঁহী হায়।
আর্শে লেকর, ফর্শ জমিতক
আউর জমীন্‌সে অর্শবয়ীতক,
যাঁহা ম্যায় দেখা, তুঁহী নজরায়া,
যো কুছ্‌ হায়, সব তুঁহী হায়।

(এগার)

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবিগো তাই।
কী খেলায় আমি, খেলিবা কেন,
জাগিয়া ঘুমাই, কুহকে যেন ;
এ কেমন ঘোর, হবেনা কি ভোর ;
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
কী কাজে এসেছি, কী কাজে গেল ;
কে জানে কেমন, কি খেলা হোল।
প্রবাহের বারি, রহিত কি পারি,
যাই যাই কোথা, কুল কি নাই।
করহে চেতন, কে আছ চেতন,
কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন,
যে আছ চেতন, ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর, নিবিড় আঁধার,
কর তমোনাশ হও হে প্রকাশ,
তব পদ তাই শরণ চাই।

—গিরিশচন্দ্র

(বারো)

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
(মায়ের) অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভাবের কাছে পেয়ে ভাব,
ভাবীকে ভাল ভুলায়েছি।
(তাই) রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজি,
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি॥

০ কালিদাস প্রডাকসান্স ০

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড এর পক্ষে শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং লিঃ, হাওড়া কর্ত্তৃক মুদ্রিত। কালিদাস প্রডাকসন্সএর পক্ষে প্রচার সচিব শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

০ দাম দু' আনা ০

০ রেকর্ডে 'যুগদেবতা'র গান ০

এন্ ৩১১৮৬ সীতাপতি রামচন্দ্র, নাচত শিবসুন্দর ০ এন্ ৩১১৮৭ ভগবান্ মেরি নাইয়া, হে চির-সুন্দর ০ এন্ ৩১১৮৮ যো কুছ্ হ্যায়, চিন্তয় মম মানস হরি।

জি, ই, ৭৭০০
জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে

হিজ মাষ্টার্স্ ভয়েস্ ০ কলম্বিয়া